সংবাদ

28 MAY 2017

ঘিওরে ৩৭ সর. প্রা. স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই!

শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম

রামপ্রসাদ সরকার দীপু, ঘিওর (মানিকগঞ্জ)

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার ৮৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৩৭টি বিদ্যালয়ই চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। সহকারী শিক্ষক পদে পদোন্নতি বন্ধ থাকায় এই সমস্যা হচ্ছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। বর্তমান সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও মোট জনসংখ্যার শত ভাগ প্রাইমারি শিক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করলেও সেদিক থেকে পিছিয়ে রয়েছে এ উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো।

সূত্র মতে, ২০০৯ সাল থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মামলা জনিত কারনে সহকারী শিক্ষক থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি বন্ধ রয়েছে। ফলে মাঠ পর্যায়ে সরকারের পলিসি ও নীতি বাস্তবায়নেও সমস্যা হচ্ছে অপরদিকে বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষকদের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের ফলে দাপ্তরিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বিদ্যালয়ের পাঠদানে অন্য শিক্ষকদের বাড়তি চাপ নিতে হচ্ছে। এছাড়া এ উপজেলায় ৩৭টি সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। সরকারি নীতি মালা অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক পদে ৬৫ শতাংশ এবং ৩৫ শতাংশ সরাসরি নিয়োগ করার বিধান থাকলেও এর বাস্তবায়ন না থাকায় সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এ দিকে সরেজমিন বিভিন্ন বিদ্যালয় গুলোতে পরিদর্শন করে দেখা গেছে, পাঁচ থেকে দশ বছর ধরে চলছে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে। এ ছাড়া পদোন্নতি না থাকায় ২৭ থেকে ৩৪ বছর ধরে সহকারী শিক্ষক পদে চাকরি করেন বহু শিক্ষক।

উপজেলা শিক্ষা অফিসের তথ্যানুযায়ী, উপজেলার ৬নং বাগুন নারচী সঃ প্রাঃ বিঃ, ৯নং আশাপুর সঃ প্রঃ বিঃ ১১নং বৈকুণ্ঠপুর সঃ প্রাঃ বিঃ ১২নং সিংজুরী সঃ প্রাঃ বিঃ ১৫ নং পাচুরিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ, ২১নং মৌহালী সঃ প্রাঃ বিঃ, ২২ নং হিজুলিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ, ২৩ নং শ্রীবাড়ি সঃ প্রাঃ বিঃ ২৪ নং করজনা সঃ প্রাঃ বিঃ, ২৮নং তীর্থঘাটা সঃ প্রাঃ বিঃ, ৩১ নং কাকজোর সঃ প্রাঃ বিঃ, ৩৩ নং কুন্দুরিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ, ৩৪ নং শ্যামনগর সঃ প্রাঃ বিঃ, ৩৭ নং মাশাইল সঃ প্রাঃ বিঃ, ৪০ নং বড়কুষ্টিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ, ৪২ নং ফুলহাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ, ৪৩ নং বাইলজুরী সঃ প্রাঃ বিঃ, ৪৫ নং রাহাতহাটি সঃ প্রাঃ বিঃ, ৪৯ নং বড়টিয়া সঃ প্রাঃ বিঃ, ৫২ নং পূর্ব কুমুল্লী সঃ প্রাঃ বিঃ, ৫৩ নং দিয়াইল সঃ প্রাঃ বিঃ, ৫৯ নং পূর্ব বেগুন নারচী সঃ প্রাঃ বিঃ, ৬১ নং গোয়ালডাঙ্গী সঃ প্রাঃ বিঃ, ৮২ নং রামকান্তপুর সঃ প্রাঃ বিঃ। এ ছাড়া ১২টি নব- জাতীয়করণকৃত স্কুল হলো ৬২ নং শোলধারা সঃ প্রাঃ বিঃ,৬৩ নং নিমতা সঃ প্রাঃ বিঃ, ৬৫ নংপূর্ব মৌহালী সঃ প্রাঃ বিঃ, ৬৬ নং তারাইল সঃ প্রাঃ বিঃ, ৬৭ নং ঘিওর আদর্শ সঃ প্রাঃ বিঃ, ৬৮ নং সাইংজুরী সঃ প্রাঃ বিঃ, ৬৯ নং হিজুলিয়া পশ্চিম পাড়া সঃ প্রাঃ বিঃ, ৭০ নং কলিয়া রৌফাকান্দ সঃ প্রাঃ বিঃ, ৭১ নং নয়াচর সঃ প্রাঃ বিঃ, ৭২ নং উত্তর তরা সঃ প্রাঃ বিঃ, ৭৯ নং কে বি এম সঃ প্রাঃ বিঃ, ৮০ নং গোয়ালজান সঃ প্রাঃ বিঃ।

অভিভাবকদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, অভিজ্ঞ ও দক্ষ শিক্ষকরাই প্রধান শিক্ষক হচ্ছেন। তারাই শুধু ক্লাসের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পাঠদান করে থাকেন। এ ছাড়া প্রধান শিক্ষককের অফিসের কাজ সম্পন্ন করতে একাধিক শিক্ষককে সময় দিতে হচ্ছে। এতে ক্লাসের পাঠদানের বিঘ্ন ঘটছে। সদ্য সরকারিকরনকৃত বিদ্যালয়গুলোতে দক্ষ শিক্ষকের অভাব রয়েছে। ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার সৈয়দা নাজনীন আলম সাংবাদিকদের জানান, মৃত্যু, অবসর জনিত কারন ও অনেক দিন থেকে পদোন্নতি বন্ধ থাকায় শূন্য পদ সৃষ্টি হয়েছে। প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকদের শূন্য পদের তালিকা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসকে লিখিত ভাবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীমা খন্দকার বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে আমি খোঁজ নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে। তবে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলেই সমস্যা আর থাকবে না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে